মৃত্যুকুপ রানা প্লাজা ঃ সাভার

মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

সাভার বাজারে অবস্থিত আওয়ামী যুবদলের নেতা সোহেল রানার মালিকানাধীন ন'তলা ভবন রানা প্লাজা ধ্বসে গিয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে এটা এখন এমন একটা বিশ্বসংবাদ যা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সর্ব প্রধান খাত পোষাক শিল্পকে বিশাল হুমকির সম্মুখীন করেছে। ধ্বসের সময় এই ভবনটিতে অবস্থিত তিনটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে তিন হাজারের ও বেশী নারী ও পুরুষ শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। রানা প্লাজার ধ্বংসস্তুপে আটকে পড়া শ্রমিকদের মধ্যে কতজন বেঁচে আছেন তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। এ নিবন্ধটি লিখার সময় (২৮ এপ্রিল, ঢাকা সময় দুপুর বারোটা) পর্যন্ত ৩৬১ টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে; প্রায় আড়াই হাজার জন লোককে জীবিত অবস্থায় বের করে আনা হয়েছে এবং এখনো ৬০০ জনের মত নিখোঁজ রয়েছেন। তবে জীবিতদের মধ্যে অনেকেই আর অক্ষত দেহে নেই; তাদের অনেকেরই হাত পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে, অনেকেরই শরীরের বিভিন্ন হাড়গোড় ভেঙ্গে গেছে, থেতলে গেছে তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, দমকল বাহিনী এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষ মিলে মানুষ উদ্ধারের জন্য নিরলস এবং ক্লান্তিহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গত চার দিন ধরে। এই প্রচেষ্টায় ভারী যন্ত্রের সাহায্য নেয়া হয়নি কেননা তাতে আটকা পড়া মানুষদের মধ্যে যারা বেঁচে আছেন তাদের প্রাণহানি ঘটতে পারতো। তাদের জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করার কথা ভেবে অত্যন্ত যত্ন এবং সাহসিকতার সাথে ধ্বসে পড়া দালানের ছাদ এবং দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট সুড়ংগ খুঁড়ে তার মধ্যে জীবন বাজী রেখে নেমে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার অকুতোভয় ছাত্ররা এবং তাদের উদ্ধার করে উপরে তুলে আনছে। আজ, উদ্ধার কার্য্যের পঞ্চম দিনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এখন ভারী যন্ত্রের সাহায্য নেয়া ছাড়া আর উপায় নেই; সুড়ংগপথে ঢুকে রাণা প্লাজার মৃত্যুকুপে উদ্ধার কার্য্য চালানো এখন অসম্ভব। এদিকে ধ্বংস প্রাপ্ত ভবনের বাইরে এখনো দাঁড়িয়ে শত শত মানুষ স্বজন হারানোর ব্যথায় মুহ্যমান; তাদের বুকফাটা আর্তনাদ আর আহাজারীতে চরাচর ভারাক্রান্ত। কাঁদছে শোকে স্তব্ধ নিখোঁজ মানুষদের কারো সন্তান, কারো স্ত্রী বা স্বামী, কারো মা কিংবা বাবা এবং তাদের সাথে বাংলাদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ।

দেশের সকল সংবাদ মাধ্যম থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে ধ্বসে পড়ার আগের দিন ভবনটিতে বিশাল ফাটল দেখা দেয় এবং ভবনটিকে অনিরাপদ বলে ঘোষণা করা হয়। ভবনটি যে অনিরাপদ তা নাকি মাইকের মাধ্যমেও প্রচার করা হয়। কিন্তু পরের দিন আর্থিক শাস্তির ভয় দেখিয়ে (একদিন অনুপস্থিত থাকলে তিন দিনের বেতন কাটা যাবে) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি পিটিয়ে গার্মেন্টস কর্মচারীদেরকে কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। স্থানীয় সরকারের আমলা কবির হোসেন এবং পুরকৌশলি জনাব ইমতেমাম এবং আলম মিয়া নাকি এই ফাটল ধরা ভবনটি নিরাপদ বলে সার্টিফিকেট ও দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে (সেটা টাকার বিনিময়ে কিনা তা অবশ্য এখনো জানা যায়নি)।

সোহেল রানা ছিল ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করা আওয়ামী যুবলীগের 'সোনার ছেলে' (সাধারণ মানুষের কাছে যাদের পরিচয় সন্ত্রাসী)। সে ছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগ সাংসদ তৌহিদ জং মুরাদ এর ডান হাত এবং তার সহায়তায় হয়ে উঠেছিল প্রচন্ড বিত্তশালী। স্থানীয় আওয়ামী লীগের হয়ে জনসমাগমে লোকবল জোগানো, চাঁদাবাজী, সন্ত্রাস এবং আওয়ামী ঘরানার যাবতীয় কুকর্মের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তার। স্থানীয় এক হিন্দু ভদ্রলোকের মালিকানাধীন একটি ডোবা জবরদস্তি করে ভরাট করে সোহেল রানা সেখানে প্রথমে চারতলা বিশিষ্ট এই ভবনটি তৈরী করে এবং পরে কর্তৃপক্ষের অনুমতির কোন তোয়াক্কা না করে এটাকে ন'তলা উঁচু করে। পুরো ভবনটি তৈরী করায় নিম্নতম মানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয় বলে জানা গেছে। ভবনটি ধ্বসের সময় সোহেল রানাও আটকা পড়ে, তবে বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে যে সাংসদ তৌহিদ জং মুরাদ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে কোন এক অজ্ঞাত নিরাপদ ঠিকানায় লুকিয়ে রেখেছে। কারো কারো মতে তাকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে দেয়া হয়েছে। (দেশের বেশির ভাগ লোক এ'কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে)।

সারা দেশ যখন এই রানা প্লাজা এবং এই ভবনে অবস্থিত তিনটি গার্মেন্টস কোম্পানীর মালিকদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে তাদের বিচার চাইছে, তখন সরকারের বিভিন্ন উচ্চ-পর্যায়ের নেতারা সোহেল রানাকে

বাঁচাবার নগ্ন এবং জঘন্য অপচেষ্টায় ব্যস্ত। টেলিভিশনের টক-শোতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা এই ভবন এবং ফ্যাক্টরি মালিকদের বিচার চাইছেন, তাদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এটা ধর মারের সময় নয়, এটা ধ্বংসস্তুপে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের সময়। (অত্যন্ত খাঁটি কথা; তবে তাদেরকে আটক করার দায়িত্ব যাদের হাতে আর যারা উদ্ধার কাজে ব্যস্ত আছেন তারা তো ভিন্ন সংস্থার মানুষ। দুটো কাজ কেন একসাথে করা সম্ভব নয় তা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বলেন নি।) প্রাক্তন রেলমন্ত্রী এবং বর্তমান দফতরবিহীন মন্ত্রী শ্রী চুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও এক টক-শোতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন (একেবারে কিছু না করে মন্ত্রির মোটা বেতন নেয়া কি ঠিক? তাই তিনি নানা প্রকার চাটুকারী করে এবং মোসাহেবী জাতীয় বাণী দিয়ে বেড়ানোকেই তার দফতর হিসেবে ধরে নিয়েছেন)।

তবে এই নগ্ন প্রচেষ্টার সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং জঘন্যতম প্রকাশ অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মখা আলমগীরের হাস্যকর এবং ন্যক্কারজনক 'নাড়ানাড়ি এবং ধাক্কাধাক্কি' তত্বটি। তার মতে বি-এন-পি জামাত সমর্থক হরতালকারীরা নাকি পিলার এবং গেট নাড়ানাড়ি এবং ধাক্কাধাক্কি করে ত্রিশহাজার বর্গফুট আয়তনের এই বিশাল আটতলা ভবনটিকে ধ্বসিয়ে ফেলেছে! সোবহান আল্লাহ, কি উর্বর মস্তিস্ক; মনে হয় সেখানে খাঁটি গোবরের চেয়েও শক্তিশালী কোন সার পোড়া আছে। সম্ভবতঃ সবচেয়ে হাস্যকর, অবাস্তব এবং অসম্ভব চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা দেখিয়ে তিনি গিনেস বুক অফ রেকর্ডস এ স্থান পেতে চাইছেন। (অবশ্য এমনও হতে পারে যে ঐ কথাটি বলার সময়ে জন দরদী মন্ত্রী মহোদয় এই মর্মান্তিক ঘটনার বেদনায় মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে গিয়েছিলেন। কারো কারো মতে এই মহা-ছাগলামী টাইপ উক্তিটি করার সময় তিনি যেভাবে গাল হাতাচ্ছিলেন, সেটা নাকি পাঁড় মাতালদের লক্ষণ)।

স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন তিনি সাভার থেকে তালিকা আনিয়ে তা পরীক্ষা করে দেখেছেন সোহেল রানা আওয়ামী যুবলীগের কেউ নন; এবং তার বসংবদ সাংসদ তৌহিদ জং মুরাদ সেটা সমর্থন করেছেন। (যদিও ধ্বসে যাওয়া ভবন থেকে মানুষকে উদ্ধার করার কাজের ছবি সম্বলিত টিভি ফুটেজে পরিস্কারভাবে সাভার যুবলীগের আহ্বায়ক পরিচয় দিয়ে সাংসদের সাথে তোলা ছবিসহ তার অজস্র পোষ্টার দেখতে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি অতি অন্তরংগ ছবিতে দেখা যাচ্ছে সাংসদ তৌহিদ জং মুরাদ তার সাগরেদ সোহেল রাণার কপালে স্নেহ চুম্বন এঁকে দিচ্ছেন! প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে 'বিশ্বজিত হত্যাকারীরা আওয়ামী লীগের 'সোনার ছেলে' নয়' একথা প্রমাণ করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদা-জল খেয়ে লেগেছিলেন, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, দেশের সংবাদ মাধ্যম গুলো তার এই মহান প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে তিনি সত্য বলেন নি)। মন্দ লোকরা অবশ্য বলছেন, এদেরকে পালিয়ে যাবার সময় দেবার জন্যই নাকি এতসব কিছুর পায়তারা। এ কথার কিছু সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে - কেননা গতকালই তাকে আবার গ্রেফতারের হুকুম দেয়া হয়েছে। দৈনিক আমাদের সময়ের একটি রিপোর্টে জানা যায় সোহেল রানা তার এক সহযোগীর মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ২৩ কোটি তুলে এক প্রতিবেশি দেশে পালিয়ে গেছে (নাকি তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়েছে?) আমাদের দেশের মহান নেতারা একটা ব্যাপার বোঝেন না বা বুঝতে চাননা - দেশের সাধারণ মানুষ গাধা নন; নেতাদের নিজস্ব দলীয় লোকজন তাদের মুখ নিসৃত 'পবিত্র বাণী' সমূহ বিশ্বাস করলেও করতে পারে, সাধারণ আমজনতার কাছে সেগুলো কিন্তু নির্ভেজাল garbage বা আবর্জনা।

শোনা যাচ্ছে তদন্ত কমিটি করা হবে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে, দোষী যে দলেরই হোক, শাস্তি পাবে। সাধু, সাধু, তবে কোন পাগলও এই আশ্বাসবাণীতে আস্থা রাখে না। বাংলাদেশে আজ তক কোন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কেউ পড়েছেন? এই যে কিছুদিন আগে তাজনিন গার্মেন্টস এর ১১০ জন শ্রমিক পুড়ে মারা গেল, সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কোথায়? কেউ দেখেছেন? পড়েছেন? তাজনীন এর মালিক দেলোয়ার হোসেন তো BGMEA এর নির্বাচনের সময় বীরদর্পে ঘুরে বেড়িয়েছে! তাকে কেউ ধরেছে? স্পেক্ট্রাম গার্মেন্টস এর মালিকের এমন কি শাস্তি হয়েছে বলুন তো? সাংবাদিক সাগর রুনির হত্যাকারী ধরা পড়েছে? পড়েনি। আরো যে হাজারো অন্যায় অবিচার হয়েছে তার অপরাধীরা সাজা পেয়েছে? পায়নি। যে সাধারণ, দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষ নিজেদের জীবন এবং আব্রুর বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ এনেছিল, সে স্বাধীন বাংলাদেশে স্রেফ বেঁচে থাকার সংগ্রামে আবারও তাদেরকে জীবন দিতে হচ্ছে। তাদের চাওয়া-পাওয়া কমেছে না হয় হারিয়ে গেছে কঠোর জীবন সংগ্রামে; তাদের সাধ আহ্লাদ কমেছে; জীবনের মূল্য কমেছে, কমেছে বেঁচে থাকার আনন্দ।

তবে কিছুই কি বাড়ে নি? অবশ্যই বেড়েছে, অনেক কিছুই বেড়েছে। গত চার বছরে দেশে মৃত্যুর মিছিল বেড়েছে এবং দিন দিন তা আরো বাড়ছে; মূর্খ নেতাদের জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হবার ব্যর্থ প্রয়াশ বেড়েছে; তাদের কথামালায় মিথ্যার ফুলঝুরি বেড়েছে; তাদের পোষা সন্ত্রাসীদের করা সন্ত্রাস বেড়েছে; তাদের চামচাদের মোসাহেবী বেড়েছে; মানুষের উপর তাদের অত্যাচার-অনাচার বেড়েছে। দূর্নীতিবাজ হিসেবে বিশ্ব-সভায় দেশের মন্ত্রী-আমলাদের পরিচিতি বেড়েছে; শিল্পপতিদের লোভ-লালসা বেড়ে বেড়ে আকাশ ছুঁয়েছে; তাদের কল-কারখানায় খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বিড়ম্বনা এবং মৃত্যুহার বেড়েছে। আর তার সাথে এই বাক-সর্বস্ব, নির্মম এবং অযোগ্য নেতৃত্বের প্রতি নিয়ত মানুষের ঘৃণা, ধিক্কার এবং অভিশাপ বাড়ছে। মহান আল্লাহতায়ালার কাছে এই সব অত্যাচারীদের ধ্বংসের আবেদন বাড়ছে।

কে না জানে 'আল্লাহ কি দুনিয়া মে দের হ্যায়, আন্ধের নেহি'! ঐ যে বলে না 'এই দিন তো দিন নয় আরো দিন আছে; এই দিনকে নিয়ে যাব সেই দিনটির কাছে' - সে দিন বেশী দুর নয়। 'আসিতেছে শুভদিন, দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ'। ইতিহাস সাক্ষী, দুঃখী মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থল নিসৃত তীব্র অভিশাপ, আর তাদের প্রচন্ড ঘৃণার আগুন থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী এবং দাম্ভিক কোন শক্তি অতীতেও কোনদিন বাঁচতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। আল্লাহর মার, দুনিয়ার বার।

সাভারে রাণা-প্লাজার মৃত শহীদদের আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করছি আর সেই সাথে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি তিনি যেন এই খেটে-খাওয়া মানুষগুলোকে যারা জেনেশুনে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে তাদের এবং যারা এইসব খুনীদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে তাদের ইহলোক এবং পরলোক - এই দুই লোকেই চরম শাস্তি বিধান করেন। আমীন, সুম্মা আমীন।

ঢাকা, ২৮ এপ্রিল, ২০১৩